দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

31 MAR 1987

বেগম রওশন এরশাদ সোমবার ঢাকায় 'দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এক সেমিনারে উদ্বোধনী ভাষণ দে

শিক্ষাকে গ্রামমুখী করতে হবেঃ রওশন

31 MAR 1987

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বেগম রওশন এরশাদ দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণ এখনও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। জনগণের এ অধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনকালে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'দু হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ

রওশন

(প্রথম পৃঃ পর)

এ সেমিনারের আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

বেগম রওশন এরশাদ বলেন, শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের আর কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে শহর ও নগরমুখী হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, রাজধানী ও শহর কেন্দ্রিক এ শিক্ষাকে আমাদের গ্রামমুখী করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সকলের জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে তিন প্রকার কর্মসূচীর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আর তা হচ্ছে ছয় থেকে দশ বছরের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান তার বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীন জাতি যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় তবে স্বাধীনতার আশা ব্যর্থ হবে। তিনি বলেন, আগামীকালের শিক্ষা হবে প্রয়োজনের শিক্ষা, বাস্তবধর্মী শিক্ষা।

স্বাগত ভাষণে শিক্ষা সচিব জনাব এম এ সঈদ বলেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে সার্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে ৫৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

দু হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা সেমিনারের উদ্বোধনের পর এ বিষয়ে দুটি মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সচিব জনাব এম এ সঈদ এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পড়েন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব কাজী ফজলুর রহমান। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পড়েন জনাব ফজলে হাসান আবেদ।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ও পরীক্ষায় পাশের হারে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্যে ২১টি জেলা থেকে ২১টি মাধ্যমিক স্কুল ও চারটি বিভাগ থেকে মোট ৫টি কলেজকে 'সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসাবে পুরস্কৃত ঘোষণা করেছে। শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৮৭ উপলক্ষে এ পুরস্কার দেয়া হবে। কাল বুধবার শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেয়া হবে?

পুরস্কারপ্রাপ্ত কলেজগুলো হচ্ছে ঢাকা কলেজ, হলিক্রস কলেজ, রাজশাহী সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, পটুয়াখালী সরকারী কলেজ।

05